দৈনিক বাংলা

কৃষি শিক্ষা ও গবেষণার জন্য আরও বরাদ্দ দরকার

গত ৩০শে মার্চ মাননীয় প্রেসিডেন্টের পরিকল্পনা বিষয়ক উপদেষ্টা ডঃ এম এন হুদা রেডিও এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে ১৯৭৮-৮০ সালের দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া জনমত যাচাই-এর উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেছেন। ৩.৮৬১ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের ব্যবস্থা সম্বলিত এই পরিকল্পনা আপাতদৃষ্টে বিশেষ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে বলা যায় এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো যে রাতারাতি বাংলাদেশের উৎপাদন বৃদ্ধির হার অথবা মাথাপিছু আয় অবাস্তব বর্ধিতহারে লক্ষ্য স্থির করা হয়নি এবং তা করা যুক্তিসঙ্গতও ছিল না কারণ, এই পরিকল্পনার দু'তৃতীয়াংশ অর্থের জন্য আমাদের বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হবে। এছাড়া, ধরতে গেলে দেশের মাথাপিছু ব্যয়বরাদ্দের লক্ষ্যমাত্রা মোটামুটি বার্ষিক মাত্র ২৪২ টাকার মত কাজেই এই সীমিত অর্থ যোগান দ্বারা রাতারাতি দেশে অগ্রগতির ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু করা সম্ভব নয়।

যদিও পরিকল্পনার বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ কিন্তু কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা এবং শিল্প উন্নয়নের হার নির্ধারণ করা হয়েছে ৭.৩ এবং কৃষি উন্নয়নের ৪.১ শতাংশ। এখানে প্রশ্ন হতে পারে কোনটি অগ্রাধিকার পেতে পারে কৃষি না শিল্পক্ষেত্র? যেহেতু বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ এবং দেশে অর্থনীতি কৃষি নির্ভর তাই স্বাভাবিক কারণে কৃষিখাতে সর্বাধিক অর্থ বরাদ্দের জন্য প্রস্তাব করা যায়। কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্মিলিতভাবে পাচ্ছে ৮৯৮ কোটি টাকা এবং শুধু শিল্পক্ষেত্র পাচ্ছে ৫৭০ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ, কৃষির উন্নতিই দেশের উন্নতি. এই লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা উচিত কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন পর্যন্ত দেশে তা সম্ভব হয়নি। অতীতের বহু পরিকল্পনাতেই পল্লী উন্নয়নের চেয়ে পরোক্ষভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে অপেক্ষাকৃত বর্ধিত হারে শহুরে উন্নয়নকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে অথচ মুখে আমরা বলি কৃষি আমাদের মেরুদণ্ড, গ্রাম আমাদের প্রাণ। দিন দিন বর্ধিত

বাদল রেজা

হারে জনসংখ্যার জন্য প্রধানত খাদ্য সরবরাহ করতে গিয়ে এদেশের কৃষি কার্যক্রমকে বার বার হোঁচট খেয়ে চলতে হচ্ছে, একই সঙ্গে আমাদের পুষ্টিজনিত মান দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে, সেই সঙ্গে দেশের কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতেও বার বার আঘাত আসছে। আমাদের চাহিদার তুলনায় খাদ্যশস্য অপ্রতুল, পশুসম্পদ, মৎস্যসম্পদ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে এবং বনসম্পদের অবস্থা সন্তোষজনক নয়। দেশে জনসংখ্যা বাড়ছে, ভূমিহীনদের সংখ্যা বাড়ছে, বেকার বাড়ছে এবং তাদের সবার জন্য খাদ্য, কর্মসংস্থান ইত্যাদির জন্য বলা যায় যে দেশের কৃষিক্ষেত্রে দ্রুত আশ্চর্যজনক কিছু শুভ পরিবর্তন আসুক। যদিও দ্রুত কিছু সম্ভব নয়, তবে কৃষিক্ষেত্রে শুভ পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন কার্যকরী বাস্তবমুখী ভূমি সংস্কার, জন্ম নিয়ন্ত্রণসহ আধুনিক বিজ্ঞানকে কৃষি ক্ষেত্রে পূর্ণ প্রয়োগ। আমাদের উর্বর জমিতে অতি সহজেই উৎপাদন প্রায় তিন গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব। গবাদি পশু মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ এদেশে রয়েছে। তাই একই সঙ্গে সামগ্রিক কৃষিকে বাস্তবসম্মতভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায় রূপান্তর করা হলে আমাদের আগামী অর্থনৈতিক বিপর্যয় রোধ করা কিছুটা সম্ভব হতে পারে।

দেশের কৃষি উন্নতির জন্য প্রয়োজন কারিগরি জ্ঞান বা শিক্ষার প্রসার। কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য ১৯৭৮ ৮০ সালের জন্য লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছে ৫,৭৮৬ লক্ষ যা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্প্রসারণ সংখ্যা (২৬১৫)টি অপেক্ষা বেশী। দেশের কারিগরি ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এই সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্যোগ প্রশংসনীয়। কারিগরি উচ্চ শিক্ষা এবং গবেষণার অন্যতম বিষয় কৃষি শিক্ষা এবং গবেষণা বলতে গেলে বরাবর উপেক্ষিত হয়েছে। কৃষি এবং গবেষণার জন্য বলা হয় যে জাতীয় মোট ব্যয়ের শতকরা শূন্য দশমিক পাঁচ ভাগেরও কম ব্যয় করা হয় অথচ তবুও কৃষি গবেষক কৃষিবিদদের কাছে আমরা বহু কিছু দাবী করি এবং দেশে দ্রুত কৃষি অগ্রগতি না হওয়ার জন্য তাদের দায়ী করি। অথচ আজ এটা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যে সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়েও বাংলাদেশের কৃষিবিজ্ঞানীরা কৃষিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। এবং তাই যদি আমাদের দেশে আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানকে পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে হয় তবে ব্যাপক কৃষি গবেষণার ব্যবস্থাসহ কৃষি শিক্ষা প্রসার প্রয়োজন এবং এজন্য উন্নয়ন পরিকল্পনায় গবেষণা এবং শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত ব্যয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এই উৎপাদনমুখী শিক্ষা এবং গবেষণার জন্য বরাদ্দ করা প্রয়োজন।